কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৯ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৫ খ্রি. ❑ ১৭ কার্তিক- ১৭ পৌষ ❑ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

নোয়াখালীর সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) চলতি ২০১৫-১৬ বর্ষে রবি মৌসুমে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮০ মে. টন উচ্চফলনশীল জাতের হাইব্রিড, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণির বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ শুরু করেছে। এসব বীজের মধ্যে বোরো, গম, আলু, ভুট্টা, শীতকালীন সবজী, ডাল ও তৈলজাতীয় বীজ ও মসলা বীজ রয়েছে। বিএডিসি'র ২২টি আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে শুধুমাত্র নিবন্ধিত বীজ ডিলার, ২২ টি জেলা-ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে নিবন্ধিত বীজ ডিলার এবং কৃষকদের নিকট এবং ২০টি জেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ৩৬ টি উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে সরাসরি কৃষকদের নিকট "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে বীজ বিক্রয় করা হচ্ছে। বিএডিসি'র বীজ ডিলারদের কাছে বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষকদের নিকট বিক্রয় করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। আগ্রহী কৃষক ভাইদের বিএডিসি'র বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলারদের নিকট হতে বিএডিসি'র বীজ নিশ্চিত হয়ে ক্রয় করে আবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

জাতীয় উৎপাদন, কৃষকদের উন্নয়ন ও সরকারের বোরো ও রবি মৌসুমের অন্যান্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে খেয়াল রেখে বিতরণ থেকে শুরু করে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে সময়মত ন্যায্যমূল্যে এসব বীজ পায় সেজন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বোরো ও রবি মৌসুমের অন্যান্য বীজ নিয়ে কোনো রকম সংকট হবে না।

ভেতরের পাতায়............................

তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ডিএপি সার আমদানির চুক্তি ০৩
বিএডিসি'র নির্মাণাধীন চেল্লাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব ০৫
বিএডিসি চেয়ারম্যানের নির্মাণাধীন মিছাখালি রাবার ড্যাম পরিদর্শন ০৭
বিএডিসি'র ৫৪ বছর : গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুমাত্রিকতায় ০৯
বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম ১১
কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্যতাঃ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ১৩
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে ৫ লক্ষ মে. টন টিএসপি ও ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

বাংলাদেশে টিএসপি ও ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তিউনিশিয়া ও মরক্কো থেকে মোট ৫ লক্ষ মে.টন নন ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি করছে বিএডিসি। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিউনিশিয়া হতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন টিএসপি সার আমদানি করতে যাচ্ছে। গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিএডিসি ও Group Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তিউনিশিয়ায় সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পুলক রঞ্জন সাহা, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

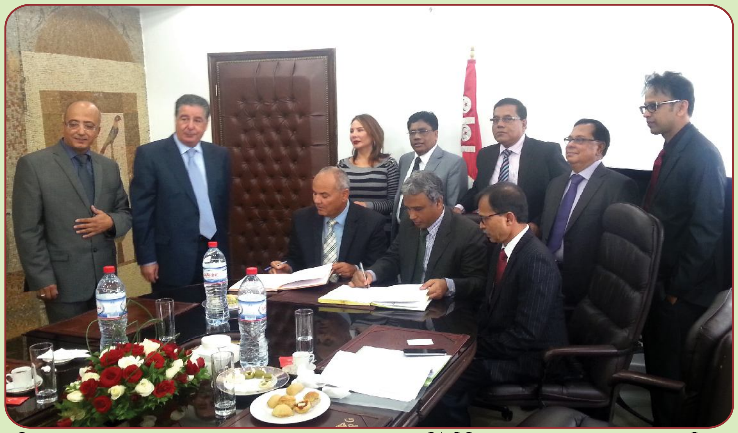

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন Group Chimique Tunisien (GCT), তিউনিশিয়া এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক romdhane souid এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর, ছবিতে কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষসহ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে

বাংলাদেশে টিএসপি ও ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মরক্কো থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন টিএসপি ও ১ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি হয়। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও OCP S.A মরক্কো এর মধ্যে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মরক্কোয় সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপ প্রধান শেখ বদিউল আলম, বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (সার) জনাব শিমুল বিকাশ দাস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

টিএসপি সার আমদানির লক্ষ্যে তিউনিশিয়ায় কৃষি সচিবের নের্তৃত্বে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭৩ মে.টন সার বরাদ্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নভেম্বর-ডিসেম্বর / ২০১৫ সালে মোট ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭৩ মে.টন নন ইউরিয়া সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৮০৫ মে.টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৪৯ মে.টন, এমওপি রয়েছে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৪৫ মে.টন ও ডিএপি রয়েছে ৬২ হাজার ২৭৯ মে.টন। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৯৩ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৩৬৫ মে.টন এবং ডিএপি ৫৪ হাজার ৪৪৭ মে.টন সার রয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৭০ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

নাটোরে বিএডিসি'র সেচভবন উদ্বোধন

গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে নাটোর জেলায় পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ (পানাসি) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত 'সেচভবন' উদ্বোধন করেন নাটোর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পাবনা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক পানাসি জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) নাটোর রিজিয়ন জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিএডিসি ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

তিন তলা বিশিষ্ট নতুন ভবনে সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) নাটোর জোন দপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) নাটোর রিজিয়ন দপ্তর ও রেস্ট হাউজ এর সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রতি তলায় ২১৬ বর্গ মিটার ব্যবহারযোগ্য জায়গা আছে। চলতি বছরে পানাসি প্রকল্পের মাধ্যমে নাটোর জেলায় ১৩.৫০কি: মি: খাল খনন,

নাটোরে বিএডিসি'র সেচ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাটোর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মো: শফিকুল ইসলাম শিমুল এমপি

০১টি ওয়াটার কন্ট্রোল রেগুলেটর, ২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩০টি গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন, ৪০টি প্রি-পেইডমিটার স্থাপন, ৪০টি স্কীমে বারিড পাইপ সেচনালা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা আছে। ইতোমধ্যে মাঠে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিএডিসি প্রকৌশলী'র আন্তর্জাতিক সেমিনারে পেপার উপস্থাপন

ভারতের চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে অক্টোবর ১৫-১৬, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত South Asian Seasonal Climate Change Outlook Forum (SASCOF) Winter Session এর সাথে যৌথভাবে Climate Services Users Forum for Agriculture (CSUF-Ag1) এর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, কোরিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপিন, বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান, মালদ্বীপ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা মিলে ১২ টি দেশের প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে। কানাডিয়ান অর্থায়নে World Meteorological Organization (WMO), Regional Integrated Multi-hazard Early-warning System (RIMES) for Asia and Africa এর সহযোগিতায় সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে পেপার উপস্থাপন করছেন বিএডিসি'র উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মো: লুৎফর রহমান

RIMES কর্তৃক বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সরাসরি বিএডিসি'র উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান'কে উক্ত সেমিনারে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রন জানানো হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান সেমিনারে অংশ গ্রহণ করে অক্টোবর- মার্চ সময়ে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিতে কী প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে Country Paper উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান বিষয়ে সেমিনারে মতৈক্য হয়। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান ১৭ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিএডিসি উৎপাদিত প্রত্যায়িত মানের দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১৫-১৬ মৌসুমে উৎপাদিত প্রত্যায়িত মানের দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য গত ২২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে সংস্থার ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি এর অনুষ্ঠিত সভায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল প্রকার দেশি পাট বীজের মূল্য ১১০ টাকা ও সকল প্রকার তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য ১২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিএডিসি'র নির্মাণাধীন চেল্লাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শন করলেন কৃষি সচিব

চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নালিতাবাড়ী উপজেলার কৃষকদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। গত ০৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন নির্মাণাধীণ নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শনের সময় কৃষকদের সাথে মত বিনিময়কালে একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমি জেনে খুশী হয়েছি যে আপনারা শুকনো মৌসুমে এ রাবার ড্যামের মাধ্যমে প্রায় ৯ কিলোমিটার এলাকার জমিতে সেচ দিতে পারবেন। কেবল সেচের পানির অভাবে কোন কোন এলাকায় আমন ধান আবাদ করা হলেও বোরো ধান আবাদ করা সম্ভব হতো না। কৃষকগণ কষ্ট করে আমন ধান ফলালেও অনেক সময় তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যেত খরার কারণে। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম তাই কৃষকদের ভাগ্য খুলে দিবে। পরিদর্শনকালে বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী ও রাবার ড্যাম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ হাফিজউল্লাহ চৌধুরী, পরামর্শক মানিক চন্দ্র রুদ্র, টাঙ্গাইল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আঃ রাজ্জাক, জামালপুর রিজিয়নের নিবার্হী প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার, শেরপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী নুর মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে "জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন চেল্লাখালী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চেল্লাখালী নদীতে ৩৬ মিটার দীর্ঘ ও ৪.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে এবং প্রায় ৯ কিলোমিটার নদী পুন:খনন করা হবে। উক্ত কাজে প্রায় ১১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। নালিতাবাড়ী উপজেলার চেল্লাখালী নদীতে দীর্ঘ ২০/২৫ বছর যাবৎ কৃষকগণ নিজস্ব উদ্যোগে কচুয়াবাড়ী, কৃষ্ণপট্টি, আমবাগান এলাকার মাটির বাঁধ নির্মাণ করে সীমিত ভাবে চাষাবাদ করত। এভাবে প্রতি বছর মাটির বাঁধ নির্মাণ করে কৃষকরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। চেল্লাখালী রাবার ড্যাম নির্মাণ হলে প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে, ফলে প্রতি বছর প্রায় ৪.৫ কোটি টাকার ২২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। এই ড্যামের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

বিএডিসি'র চেল্লাখালী রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ চলছে

কৃষি সচিব কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে জানান যে, চলতি সনের জানুয়ারি মাসে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীণ এ রাবার ড্যাম এর ভিত্তি প্রস্তর হলে আমরা আশা করেছিলাম আসন্ন মৌসুমের পূর্বেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে, কিন্তু তা হয় নি। তিনি আসন্ন বোরো মৌসুমের পূর্বেই নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও ঠিকাদারকে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের আগ্রহে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ রাবার ড্যাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সব সময় এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্যস্ত থাকেন। তিনি বলেন, এ এলাকার জনগণ অত্যন্ত ভাগ্যবান, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের মত একজন নেতাকে এমপি হিসেবে পেয়েছেন। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য গত ০৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চেল্লাখালী রাবার ড্যামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম নালিতাবাড়ী-চেল্লাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছর অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় চেল্লাখালী রাবার ড্যাম অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। সে আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ শেষ হতে বিলম্ব হয়। চেল্লাখালী নদী রাবার ড্যাম প্রকল্প কার্যক্রম অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা পরিদর্শন করেন। গত ১৭ জুন ২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, ২৯ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নাজমুল আলম ও যুগ্ম সচিব ড. আঃ রউফ, ২০ মে ২০১৫ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, ১৫ জুলাই ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিমসহ বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তাবৃন্দ চেল্লাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শন করেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম ও সংস্থার সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারী। প্রধান অতিথি সদস্য পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক বিজয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা ও স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক না করে আমরা সকলে বিজয়ের চেতনায় দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে একই প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করার আহবান জানান। সভায় বিশেষ অতিথি ড. সাইদুর রহমান সেলিম আমাদের বিজয়ে দেশের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নসহ বিজয় ছিনিয়ে আনতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ ও বিজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্ম উৎসর্গের সুন্দর সাবলীল বর্ননা দেন। সভার বিশেষ অতিথি সংস্থার সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন এসোসিয়েশন ও ভেদাভেদ ভুলে এসোসিয়েশন গুলোকে কাজের মাধ্যমে বিভাজন মুক্ত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব আঃ মতিন পাটোয়ারী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ, বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ, সিবিত্র সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুস ফরাজী।

আলোচনা সভায় বক্তাগন বিজয় দিবসের চেতনা নিয়ে বিএডিসি-স'র পুনবিন্যাসসহ সকল বৈষম্য দূর করে একটি কাঠামো, উইং ভিত্তিক নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংস্থাকে আরো গতিশীল ও কার্যকরী রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে বাস্তব সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবী জানান।

শোক সংবাদ

* যুগ্মপরিচালক (বীপ্র), এর কার্যালয়, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, বিএডিসি ফরিদপুর দপ্তরের ট্রাক সহকারী জনাব মোসলেম উদ্দিন প্রামানিক গত ৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কর্মরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার) এর দপ্তরাধীন, সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি ময়মনসিংহ দপ্তরের শম্ভুগঞ্জ সার গুদামে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ কামরুজজ্জামান ভূঁঞা গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীজ বিপণন), এর কার্যালয়, বিএডিসি ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন উপজেলা বীজ বিক্রয়কেন্দ্র, বিএডিসি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব রফিজ উদ্দিন গত ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* উপপরিচালকের কার্যালয়, ডাল ও তৈল বীজ খামার টেবুনিয়া, পাবনা দপ্তরে কর্মরত গার্ড জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন গত ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* বিএডিসি'র সংস্থাপন বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব খোন্দকার তোজাম্মেল হোসেন গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশন গঠিত

আবদুল মতিন পাটোয়ারী
সভাপতি

সৈয়াদুল হক খোকন
সাধারণ সম্পাদক

গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পেরেশ (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে "বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশন গঠন করা হয়। সদস্য পরিচালক (অর্থ) দপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে সভাপতি ও হিসাব বিভাগের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব সৈয়াদুল হক খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। বিএডিসি'র প্রশাসন ও অর্থ পুলের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এ এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে। বিএডিসিতে প্রশাসন ও অর্থপুলের সকল দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণ এ এসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারবেন।

বিএডিসি চেয়ারম্যানের নির্মাণাধীন মিছাখালি রাবার ড্যাম পরিদর্শন

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর নির্মাণাধীণ সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীণ মিছাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শন করেন। "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি এ রাবার ড্যামটি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছাখালী নদীতে নির্মাণাধীন রাবার ড্যামটি বাংলাদেশে নির্মিত/ নির্মাণাধীণ রাবার ড্যামগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম, এর দৈর্ঘ্য ২২০মিটার ও উচ্চতা ৪ মিটার। মিছাখালী নদী রাবার ড্যামটি পানি সংরক্ষণ ছাড়াও আগাম পাহাড়ি ঢল/ জলোচ্ছাস থেকে আঙ্গুরালী ও করচা হাওরের প্রায় ৭,০০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা করবে। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর ৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ৩১,৫০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উজানের দেশ থেকে আগত ফ্লাশ ফ্লাড হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শনকালে সিলেট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সিলেট রিজিয়নের নিবার্হী প্রকৌশলী কাজী ফারুক, হবিগঞ্জ রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রনজিত কুমার দেব, সুনামগঞ্জ জোনের সহকারী প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান নিপু ও রাবার ড্যাম প্রকল্পের পরামর্শক মানিক চন্দ্র রুদ্র উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় কৃষকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মিছাখালী রাবার ড্যাম এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ্, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ -৪ এবং এ্যাডভোকেট শামছুন নাহার বেগম, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ মহিলা আসন। বিএডিসি ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ স্প্যান বিশিষ্ট দীর্ঘতম এ রাবার ড্যাম (Water Retention Structure) নির্মাণ করছে। এখানে ২২০ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম ছাড়াও জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ২২০ মিটার দীর্ঘ কানেকটিং ফুট ব্রীজ, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)'র একটি অফিসভবন নির্মাণ এবং বিকল্প জ্বালানী হিসেবে পাবসস অফিসে সৌরশক্তির লাইট ও ফ্যান লাগানো হবে। মিছাখালী রাবার ড্যাম এর কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। ইতোমধ্যে স্টীল শীট পাইল সংগৃহীত এবং ড্রাইভিং সম্পন্ন (১০০%), রাবার ড্যাম অবকাঠামো নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮৫%, ৫টি রাবার ব্যাগ সংগৃহীত এবং ফিটিং ও সম্পন্ন (১০০%) হয়েছে।

এছাড়া গত ২১ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে সংস্থার সদস্য পরিচালক ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিমসহ বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ মিছাখালী রাবার ড্যাম পরিদর্শন করেন।

সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নীচু হওয়ায় শুধুমাত্র শুষ্ক মৌসুমে একটি ফসল আবাদ করা হয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা অপর্যাপ্ততার জন্যও অনেক এলাকার ভূমি পতিত পড়ে থাকে। জেলার হাওর এলাকাগুলোতে মূলতঃ বোরো ফসল উৎপাদন করা যায়। বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় প্রতি বছর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় আগাম বন্যা হয়। আগাম বন্যার কারণে উঠতি বোরো ফসল পানিতে নিমজ্জিত ও নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে সেচের উৎস তৈরি করার জন্য মাটির বাঁধ, রাবার ড্যাম বা Retention Structure নির্মাণ করা হয়। মিছাখালী রাবার ড্যাম এলাকায় সেচের পানির উৎস তৈরির প্রয়োজন না থাকলেও মাঠের উঠতি বোরো ফসল উজান থেকে নেমে আসা আগাম বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ দীর্ঘ ২০ বছর যাবত প্রতি বছর ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটির বাঁধ নির্মাণ করে আসছে। স্থানীয়ভাবে মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হলেও তা সবসময় Stable হয় না এবং পাহাড়িয়া ঢলের পানি প্রতিরোধ করতে পারে না। বিগত ২০০৯ এবং ২০১০ সনের শুকনো মৌসুমে আকস্মিক পাহাড়িয়া ঢলে হাওর এলাকার প্রায় সকল ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এ অবস্থা উত্তরণে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু করে কৃষকদের সহায়তা করা হয়। এসব কারণে হাওর এলাকায় পাহাড়িয়া ঢল থেকে একমাত্র ফসল বোরো ধান রক্ষা করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এ নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

(১২ এর পাতার পর)

বীজ ভবনস্থ বীজ পরীক্ষাগারটি বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার হিসেবে বীজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আসছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম আরো আধুনিক, গতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে IDB'র অর্থায়নে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে মিরপুর খামারের জমিতে ১টি অত্যাধুনিক বীজ পরীক্ষাগার নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। উক্ত পরীক্ষাগারটি স্থাপনের পর সংস্থাসহ অন্যান্য বীজ আরো সুচারু রূপে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে এবং বীজ পরীক্ষার কার্যক্রমের এ অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার লক্ষে বীজ পরীক্ষাগারটি ISTA Accreditation হওয়ার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন-এর সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ

গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় "পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তি" পত্রিকার ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তির পক্ষ থেকে ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বীপ্রস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা সহ ১০ জন লেখক ও ৪ জন সাংবাদিককে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মানিত লেখক ও সাংবাদিকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শেকৃবি, ঢাকা; ড. আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ঢাকা এবং জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক, ডিএই, ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, সিভিএএসইউ, চট্টগ্রাম।

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

মোছাঃ রহমত আরা বিগত ১৬/১১/২০১৫ তারিখে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ-এর নিকট হতে পিএইচডি সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন

মোছাঃ রহমত আরা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সংযুক্ত- সহকারী প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা, নভেম্বর/ ২০১৫ সালে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর অধীনে বাংলাদেশে পিঁয়াজ বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় White blotch ও Purple blotch রোগের কারণ ও সমন্বিত (Integrated) দমন ব্যবস্থা বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল INTEGRATED APPROACH FOR THE MANAGEMENT OF PURPLE BLOTCH COMPLEX OF ONION FOR SEED PRODUCTION। তিনি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী ১ম ছাত্র/ছাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। জনাব মোছাঃ রহমত আরা'র বাড়ী দিনাজপুর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিতা এবং দুই সন্তানের জননী। তিনি সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

বিএডিসি'র ৫৪ বছর : গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুমাত্রিকতায়

(৯ এর পাতার পর)

০৮-১০-২০১৩ তারিখে একনেক-এ একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে।'বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গুদাম মেরামতের পাশাপাশি ৫০,০০০ হাজার মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টীল ফেব্রিকেটেট গুদাম নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই কার্যক্রম শেষে সরকারিভাবে সারের মজুদ সংক্রান্ত সমস্যাদি অনেকাংশেই সমাধান হয়ে যাবে। এই প্রকল্পে আধুনিক গুদাম ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড হচ্ছে।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

নানামুখী কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএডিসি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭-এ স্বর্ণপদক; জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ (পরপর তিন বছর): প্রথম পুরস্কার; বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলা-২০১৫: প্রথম পুরস্কার; কৃষি প্রযুক্তি মেলা-২০১৩: প্রথম পুরস্কার; জাতীয় বীজ মেলা-২০১২ প্রথম পুরস্কার; বীজ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ জাতীয় বীজ সম্মেলন মেলা-২০০৮: প্রথম পুরস্কার; বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৬: প্রথম পুরস্কার; The Reflector Award-২০১৩। বর্তমানে বিএডিসি'র কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বহুমুখী কার্যক্রম সম্বলিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাকে। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন ধ্যান ধারণা। এই নতুন নতুন ধ্যান ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনেছে। দেশের জনগণ এবং কৃষকের কাছে এ সংস্থাটি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করেছে সেই মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএডিসি'র উপর সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আন্তরিক ও সচেষ্ট প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ভাল বীজে ভাল ফসল

বিএডিসি'র ৫৪ বছর : গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুমাত্রিকতায়

মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিএডিসি

মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র জন্ম এক ঐতিহাসিক দিনে, ১৬ অক্টোবর। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব খাদ্য দিবসও ১৬ অক্টোবর। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও রক্ষার্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম যেন বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। উদ্দেশ্য একই শুধু পরিধি ভিন্ন। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে এ সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬১ সালে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিএডিসি'র যাত্রা শুরু ৫৪ বছরে এসে তা এখন বহুমাত্রিকতায় বিস্তৃত। এ সংস্থাটি ফসল উৎপাদনের ৩টি উপকরণ গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, আধুনিক সেচ সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণ, মানসম্মত সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিএডিসি'কে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন এবং এর কার্যক্রম জোরদার করেন। বর্তমান সরকার বিগত আমল থেকে কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকের স্বার্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত করেছে এবং করে যাচ্ছে। সংস্থাটির সাংগঠনিক কাঠামো ৫টি উইং এর সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- প্রশাসন, অর্থ, বীজ ও উদ্যান, ক্ষুদ্রসেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা উইং। বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সেবাধর্মী সংস্থা। সংস্থাটির সদর দপ্তর ঢাকা শহর কেন্দ্রীক হলেও এর সকল কার্যক্রম ও পরিধি সমগ্র বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আরো প্রত্যন্ত এলাকায় সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। বিএডিসি'কে শক্তিশালী এবং এর কার্যক্রম যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংস্থার জনবল ৬,৮০০ জন থেকে ১০,১০০ জনে উন্নীত করার বিষয়টি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বীজ সেক্টরে বিএডিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৯৬২-৬৩ সালে বিএডিসি প্রায় ১৩.৮০ মে. টন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। ক্রমান্বয়ে বীজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৪-১৫ সালে ১,২৯,২১৫ মে. টন বিভিন্ন ফসলের বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ বর্ষে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৪২,১৯৪ মে.টন বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যা ২০১৫-১৬ বর্ষে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যে বিএডিসি'র রয়েছে ৩৩টি বীজ উৎপাদন খামার, ১৪টি এগ্রোসার্ভিস সেন্টার, ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ৭৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন, ৫৮টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৮০৫২ জন অনুমোদিত বীজ ডিলারসহ ১০০টি নিজস্ব বীজ বিক্রয় কেন্দ্র। দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে বিএডিসি ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানা জাতীয় ফসলের বীজসহ আলু, ডাল ও তৈল বীজ, সবজি বীজ, পাট বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে পালন করছে। দানা শস্যের বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উন্নত জাতের শাক-সবজি, ফুল, ফল, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা, গুটি-কলম উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১০৪৪.৩৬ একরের একটি নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ পরিবর্ধনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে ২৯,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২২টি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া আলুবীজ বিভাগের মাধ্যমে প্রতিটি ২,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৩ টি হিমাগার পঞ্চগড়, উল্লাপাড়া ও মুন্সীগঞ্জে নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া আইডিবি'র অর্থায়নে মধুপুর, মিরপুর, দত্তনগর ও পাকুন্দিয়াতে প্রতিটি ২,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হিমাগার নির্মাণাধীন রয়েছে এবং দশমিনা খামার স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল জেলায় ১ টি ২,০০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন হিমাগার নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। নির্মাণাধীন হিমাগার গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিএডিসি'র ৩০ টি হিমাগারের মোট ধারণক্ষমতা হবে ৪৫,৭০০ মে.টন। আধুনিক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি প্রচলনের জন্য মধুপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঠাকুরগাঁও এ তিনটি অটো সীড প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ফলে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সমূহ দ্রুত সম্পন্ন ও বীজের গুণগতমান বজায় রাখা সহজতর হচ্ছে। বিএডিসিতে বর্তমানে ৪টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী রয়েছে। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন করে তা থেকে মিনি টিউবার, ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে দেশে বীজ আলুর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। তাছাড়া নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০০ একরের একটি ডাল ও তৈল ভিত্তি বীজ উৎপাদন খামার

(বাকী অংশ ১০ এর পাতায়)

বিএডিসি'র ৫৪ বছর : গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুমাত্রিকতায়

(০৯ এর পাতার পর)

ও ১০০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ডিহিউমিডিফাইড বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি একটি এগ্রো ইকোলজিক্যাল মডেল খামার স্থাপিত হবে যা বিরূপ জলবায়ুকে মোকাবেলা করে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করবে।

ক্ষুদ্রসেচ উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৯৬১-৬২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকায় ১৫৫৫টি এলএলপি ক্ষেত্রায়ণের মাধ্যমে বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২৯,৯২৮ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়। বিএডি সি'র ক্ষুদ্রসচ উইংয়ের বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ সালে ২৩,৩৪৭ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সূচনালগ্ন হতে বিএডিসি হাওর-বাওর, খাল-বিল, নদ-নদীর ভূপরিস্থ পানি শক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহার শুরু করে।

বিএডিসি ১৯৬৭-৬৮ সাল হতে গভীর নলকূপ ও ১৯৭২-৭৩ সাল হতে অগভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচ সুবিধা প্রদান করে আসছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা পুনঃখনন/ সংস্কার, পাহাড়ী ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন, সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন, সেচের পানির অপচয় রোধ করার জন্য ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনের বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ২২% এবং ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে ৭৮% সেচ প্রদান করা হয়। এছাড়া আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পের মাধ্যমে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহৃত পানি ঠান্ডা করে বিএডিসি'র নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচকাজে ব্যবহার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলায় সেচ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। প্রবাহমান নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ প্রযুক্তির বাঁধ নির্মাণ করে সেচ সুবিধা, পাহাড়ি এলাকায় যে সকল অঞ্চলে ঝর্ণা বা ছড়া রয়েছে সে সকল অঞ্চলের ছড়ায় ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, ঢাকা বিভাগের ৯টি জেলার ১১টি উপজেলায় সর্বমোট ১১টি সৌর বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্প স্থাপন করে সেচ প্রদান, ৪৫০টি আর্টেসিয়ান নলকূপ স্থাপন, বিভিন্ন উপজেলায় ২০১ টি অটো ওয়াটার টেবিল রেকর্ডার স্থাপন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল মনিটর করা হচ্ছে। দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর অবস্থা ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জানার জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ তৈরি এবং এটি সময়ে সময়ে আপডেট করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভূগর্ভ হয়ে দক্ষিণের সাগর হতে লবণ পানির অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করে সমস্যার প্রকৃতি ও সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় করা হচ্ছে। বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়া-খালী জেলায় মিঠা পানির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ১৩৮টি ডাগ (DUG) ওয়েল/ পাতকুয়া স্থাপন করা হয়েছে। পানিতে বিদ্যমান আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাব থেকে শস্য, গবাদিপশু ও জনগণকে নিরাপদ রাখতে ঢাকা, যশোর, বগুড়া, বরিশাল, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় ৬টি আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এতে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ এবং প্রচার করা হচ্ছে।

সার ব্যবস্থাপনা উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি'র মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রমের সূচনা ঘটে ষাটের দশকে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে বিএডিসি কৃষকদের নিকট সার বিক্রি, ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ শুরু করে। ১৯৬২-৬৩ সালে ৫০,০০০ মে. টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। বিএডিসি কর্তৃক তখন থেকে সারাদেশে থানাভিত্তিক সার বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সার বিপণন কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে সারা বাংলাদেশে সার ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ মে. টনে। সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৯২ সাল থেকে সার আমদানি ও বিপণন কার্যক্রম বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে নন-ইউরিয়া সারের মজুদ ও বিপণন কাজে ব্যর্থতার কারণে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পুনরায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি বিএডিসিকে সীমিত আকারে টিএসপি ও এমওপি সার আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, টিএসপি ও এমওপি সারের আমদানি ও বিপণনের কাজে সফলতার কারণে ২০১০-১১ অর্থবছরে বিএডিসিকে ডিএপি সার আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিএডিসি মূলত রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে থাকে। বর্তমানে টিএসপি ও ডিএপি সার মরক্কো ও তিউনি-শিয়া হতে এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করছে। বিএডিসি'র নিকট বেসরকারি খাতের পাশাপাশি নন-ইউরিয়া সার আমদানি ও বিপণনের দায়িত্ব প্রদানের পর ২০০৬-০৭ সাল হতে দেশে কোন সার সংকটের সৃষ্টি হয়নি। বিএডিসি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.৫২ লক্ষ মে. টন সার আমদানি এবং ৮.৯৯ লক্ষ মে. টন সার সরবরাহ করেছে। আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সার দেশের কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংস্থার বাফার গুদামের সার কৃষকদের সার সংকটের হাত থেকে রক্ষা করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৮টি সার গুদামের সংস্কার/ মেরামত এবং ২টি প্রি ফেব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। সরকার বিএডি-সি'র বর্তমান গুদামসমূহের উন্নতকরণ এবং সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে

(বাকী অংশ ৮ এর পাতায়)

বিএডিসি'র বীজ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

আশুতোষ লাহিড়ী, যুগ্মপরিচালক, বীজ পরীক্ষাগার, বীজ ভবন, ঢাকা

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১৯৬১ সালে বিএডিসি প্রতিষ্ঠার পর বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণগত মান সম্পন্ন বীজ কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয়ভাবে বীজ পরীক্ষার গুরুত্ব উঠে আসে। সে লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে ময়মনসিংহ জেলায় বিএডিসি'র প্রথম কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ঢাকায় গাবতলীতে স্থানান্তরিত হয়। বীজ পরীক্ষাগার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগের অধিভুক্ত একটি দপ্তর। এটি বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার এবং ISTA এর মেম্বার ল্যাবরেটরী। ল্যাবঃ কোড নম্বর VDML0200।

কর্ম পরিধি ও উদ্দেশ্য ঃ

১. বিএডিসি উৎপাদিত বীজের গুণগত মান পরীক্ষা।
২. নূন্যতম সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কৃষকের বীজের গুণগত মান পরীক্ষা।
৩. মেম্বার ল্যাবরেটরী হিসেবে ISTA কর্তৃক বীজের পরীক্ষা।
৪. গ্রো-আউট টেষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
৫. বিএডিসি ও অন্যান্য সংস্থাকে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি প্রদান।

অনুমোদিত জনবল ঃ

১. যুগ্মপরিচালক- ০১ জন।
২. উপপরিচালক- ০২ জন।
৩. সহকারী-পরিচালক- ০৪ জন।
৪. উপ-সহকারী-পরিচালক- ০৬ জন।
৫. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী- ১৯ জন।

সর্বমোট = ৩২ জন

বীজ পরীক্ষাগারে পরিচালিত পরীক্ষাসমূহ ঃ

১. বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা।
২. বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।
৩. বীজের অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা পরীক্ষা।
৪. টেট্রাজোলিয়াম পরীক্ষা (শুধুমাত্র ISTA কর্তৃক প্রেরীত নমুনার জন্য।
৫. বীজের কৌলিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে গ্রো-আউট টেষ্ট।

বীজ পরীক্ষার ধাপসমূহ ঃ

বীজের নমুনা সংগ্রহ
↓
নিবন্ধন
↓
কার্যকরী নমুনা তৈরীকরণ
↓
আর্দ্রতা পরীক্ষা
↓
বিশুদ্ধতা পরীক্ষা
↓
অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা পরীক্ষা

টেট্রাজোলিয়াম পরীক্ষা (ISTA কর্তৃক প্রেরীত নমুনার ক্ষেত্রে)

গ্রো-আউট টেষ্ট (জাত বিশুদ্ধতা নির্ধারণ কল্পে)

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে বীজের প্যাকিং কার্যক্রম

বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসরের প্রশিক্ষণের চিত্র

সাল	মোট প্রশিক্ষণের সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণের (দিন)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	
			সরকারি প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
২০১০-১১	১১	২৯	৬৯৪	১০৪
২০১১-১২	১৫	৩১	২৬৯	৮৩
২০১২-১৩	১৭	৩৫	৩৭১	৪৭
২০১৩-১৪	১০	২০	২৩০	৫৩
২০১৪-১৫	০৬	১৫	৮৬	১০১
মোট ঃ	৫৯	১৩০	১৬৫০	৩৮৮

(বাকী অংশ ১২ এর পাতায়)

বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বীজ পরীক্ষার তথ্য ঃ

(১১ এর পাতার পর)

সংস্থার এই কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারটি বিএডিসি'র ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, ১২টি ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, ০৬টি পাট বীজ জোন/প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, ০৭টি ডাল ও তৈল বীজ জোন/প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং ০১টি সবজী বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র থেকে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে বীজ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বীজের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
আউশ	১১৩	১৩৬	২৬১	২০৭	২৩১
আমন	১২৪৮	১৫৭৮	১১৪৮	১২৬১	১২৫০
বোরো	২৪৩০	৩০৭৯	৩১২১	২৯২৫	২৯৮৭
গম	১৮৬২	২৪৪৭	১৯১৩	২১১২	২২৯৮
অপ্রচলিত ফসল	-	০৪	০৭	৩১	০৪
ভূট্টা	৪৬	৪৭	২৭	৬২	৩৬
পাট বীজ	৩১২	৩৩৬	২৮৭	২৫০	১৭৬
ডাল ও তৈল বীজ	২৫১	৩২১	৩৫৬	১৭৯	৪১২
সবজী বীজ	৭২	১৮২	১০০	১১৯	৭১
ISTA নমুনা	০৯	০৯	০৯	০৩	০৯
বেসরকারী বীজের নমুনা	৮৭	১৬২	৭৭	১৯৫	৬৩
মোট ঃ	৬৪৩০	৮৩০১	৭৩০৬	৭৩৪৪	৭৫৩১

গ্রো-আউট টেষ্টের বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	গ্রো-আউট টেষ্টের স্থান	নমুনা পাঠানোর সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের তারিখ	চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সীট প্রেরণের তারিখ
১	আমন	নসিপুর খামার, দিনাজপুর টেবুনিয়া খামার, পাবনা কুশাডাঙ্গা খামার, ঝিনাইদহ মধুপুর খামার, টাঙ্গাইল ইটাখোলা খামার, হবিগঞ্জ	২০-৩০ মে	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি
২	বোরো	নসিপুর খামার, দিনাজপুর টেবুনিয়া খামার, পাবনা গোকুলনগর খামার, ঝিনাইদহ মধুপুর খামার, টাঙ্গাইল ইটাখোলা খামার, হবিগঞ্জ	৭-২২ অক্টোবর	২২ এপ্রিল-১৫ মে	১৫ জুন
৩	গম	নসিপুর খামার, দিনাজপুর টেবুনিয়া খামার, পাবনা বারাদী খামার, মেহেরপুর মধুপুর খামার, টাঙ্গাইল	৭-২২ অক্টোবর	৩০ মার্চ	৩০ এপ্রিল
৪	পাট বীজ	নসিপুর খামার, দিনাজপুর	২২ মার্চ-৩০ এপ্রিল	৩০ আগস্ট	৩০ সেপ্টেম্বর
৫	ডাল ও তৈল বীজ	আমঝুপি খামার, মেহেরপুর	২০অক্টোবর ৩০ নভেম্বর	২০-৩০ মার্চ	৩০ এপ্রিল
৬	সবজি বীজ	সবজি বীজ খামার, রংপুর	২১-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০-৩০ সেপ্টেম্বর	বীজ ফসলের পরিপক্কতার অবস্থা অনুসারে	মাঠ দিবস অনুষ্ঠানের ১ মাস পরে

(বাকী অংশ ০৭ এর পাতায়)

কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্যতাঃ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

ভালোবীজ ব্যবহারের গুরুত্বঃ
কৃষি উপকরণের মধ্যে মানসম্পন্ন বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে শতকরা ১৫-২০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদন বৃদ্ধি হলে খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাস পাবে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির প্রেক্ষাপটে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ ব্যবহারই খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে জমিতে বীজের পরিমাণ কম লাগে ফলে উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়। বীজশিল্প বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অধিক পরিমাণে উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে একদিকে যেমন জাতীয় পর্যায়ে বীজ আমদানি বাবদ খরচ কমে যাবে অপরদিকে বীজ রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথও সুগম হবে। সর্বোপরি মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে জমিতে পোকামাকড় আক্রমণ কমে যাবে, বালাই-নাশক ব্যবহার হ্রাস পাবে, ফলে পরিবেশ দূষণও কমে যাবে। বীজ যেহেতু বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা মৌলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাই কোন ফসল লাভজনকভাবে উৎপাদন করতে হলে ভাল বীজই ব্যবহার করতে হবে।

ভালোবীজ ব্যবহারে চাষীদের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণঃ
উন্নতমানের কৃষি উপকরণ (Inputs) বিশেষকরে ভালবীজ ব্যবহারে চাষীদের সচেতনতা পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে শিক্ষার হার বিগত কয়েক বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সচেতনতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় উন্নতমানের কৃষি উপকরণ বিশেষ করে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণাও এ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভূমিকা রেখেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর চাষী পর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তারে গৃহিত বিস্তৃত কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন বীজ কোম্পানি এবং এনজিও কর্তৃক কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চাষীদেরকে উন্নতমানের কৃষি উপকরণ (Inputs) ব্যবহারে সচেতন করে তুলেছে।

দেশে বীজের চাহিদা এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায় হতে বীজ সরবরাহঃ
কতজন কৃষক কোন ফসলের কী জাতের কী পরিমাণ বীজ কিনবেন তা বীজ বিপণনে বিবেচ্য বিষয়। এজন্য বিপণনের কমপক্ষে এক বছর আগে চাহিদা নিরূপণ করা দরকার। সম্ভাব্য সামগ্রিক চাহিদা নিরূপণের জন্য সাধারণত চাষকৃত জমি এবং বীজহার গুণ করা হয়। ২০১৩-১৪ সালে বীজের মোট চাহিদার পরিমাণ ছিল ১২৫৩৩১০ মে. টন এবং এ চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ করা হয়েছে ১৭৫২২৮ মে. টন অর্থাৎ শতকরা ১৩.৯৮ ভাগ। বিএডিসি সর্ববৃহৎ সরবরাহকারী এবং শতকরা ১১.৫২ ভাগ বীজ সরবরাহ করেছে।

বর্তমানে বীজের চাহিদা ও সরবরাহের একটি চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো :

দেশে বীজের মোট চাহিদা এবং সরবরাহ (২০১৩-১৪)

ফসলের নাম	বীজের চাহিদা (মে.টন)	বীজ বিতরণ (মে.টন)				
		বিএডিসি	ডিএই	বেসরকারি	মোট	%
ধান (আউশ, আমন, বোরো)	৩০১৬৮৫	৮৪৯৪০	০	১৫৭৬৬	১০০৭০৬	৩৩.৩৮
গম	৫০৪০০	২৭৫০০	০	১৮০	২৭৬৮০	৫৪.৯২
ভূট্টা	৯৫১০	৩০০	০	২৩২০	২৬২০	২৭.৫৫
মোট দানাজাতীয়	৩৬১৫৯৫	১১২৭৪০	০	১৮২৬৬	১৩১০০৬	৩৬.২৩
পাটবীজ	৫৯৩০	১০০০	০	৭৩০	১৭৩০	২৯.১৭
ডালবীজ	২৮৭৩৫	২৩৫৩	০	৩৯	২৩৯২	৮.৩২
তৈলবীজ	১৮৮৪০	৮৮৩	০	৬৭	৯৫০	৫.০৪
সবজিবীজ	৪৫০০	১২৬	০	১১৪২	১২৬৮	২৮.১৮
মসলা জাতীয়	১৭৩৭১০	১১৫	০	১৭৫	২৯০	০.১৭
আলুবীজ	৬৬০০০০	২৭১২২	০	১০৪৭০	৩৭৫৯২	৫.৭০
সর্বমোট	১২৫৩৩১০	১৪৪৩৩৯	০	৩০৮৮৯	১৭৫২২৮	১৩.৯৮

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে কিভাবে মানসম্পন্ন বীজ চাষীদের কাছে পৌঁছায়ঃ
সরকারি পর্যায়ে মূলত বিএডিসি উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষীদের কাছে বীজ পৌঁছিয়ে থাকে। **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA)ঃ** বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে ভূমিকা রেখে আসছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারি বীজনীতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্যতাঃ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

(১৩ এর পাতার পর)

বীজনীতি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে ব্যবসারত ও সম্ভাব্য বীজ ব্যবসায়ীরা এ খাতে আরও বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়েছে। বেসরকারি বীজ খাতের দ্রুত উন্নয়নের ফলে গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজার, উপজেলা ও জেলা শহর এমনকি মহানগরগুলোতেও অসংখ্য বীজের দোকান গড়ে উঠেছে যা চাষীদের কাছে সহজে বীজ প্রাপ্তিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহে সরকারি -বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টাঃ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম (NARS)ঃ ১২টি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-কে নিয়ে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিষ্টেম বা NARS গঠিত। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও এবং বেসরকারি খাত নার্স এর অঙ্গ না হলেও গবেষণা সহযোগিতার সংগে যুক্ত। এ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবন করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA)ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বীজশিল্প উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বীজ প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রন বিষয়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে। নিয়ন্ত্রিত ফসলের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি বীজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যয়ন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী করে থাকে। এ সংস্থা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত স্বেচ্ছাভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য বীজ উৎপদনকারী প্রতিষ্ঠানের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)ঃ সরকারি পর্যায়ে কি পরিমাণ বীজ উৎপাদিত হবে তা জাতীয় বীজ বোর্ডের সীড প্রোমোশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সরকারি পর্যায়ে একক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধান, গম, ভূট্টা, আলু, পাট, ডাল ও তৈলবীজ এবং সবজিবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠান-টির ৩৩ টি বীজ উৎপাদন খামার রয়েছে যাতে বিভিন্ন ফসলের ভিত্তিবীজ উৎপাদিত হয়ে থাকে। ১৫ টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে ধান ও গমের প্রত্যায়িত মানের বীজ, ২০টি চুক্তিবদ্ধ জোনের মাধ্যমে প্রত্যায়িত মানের বীজআলু, ৬টি জোনের মাধ্যমে পাটবীজ, ৪টি জোনের মাধ্যমে ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত বীজ প্রসেসিং সেন্টারে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয় এবং মৌসুমের পূর্বে প্যাকিং করে বিক্রয়ের জন্য বীজ বিপণন বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বীজ বিপণন বিভাগ ২২ টি বীজআলু হিমাগার, ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং নির্বাচিত ডিলারদের মাধ্যমে বীজ বিক্রয় করে থাকে। বিএডিসি আপতকালীন মজুদ হিসাবে কিছু বীজ উৎপাদন করে এবং বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) ঃ জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS)- এর অন্তর্ভুক্ত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভাবিত উন্নত কৃষি প্রযুক্তি এ সম্প্রসারণ কার্যক্রম এর মাধ্যমে কৃষকদের নিকট পৌছানো হয়। এ অধিদপ্তরের আওতায় বীজ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কৃষকদেরকে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বেসরকারি কোম্পানীঃ সরকারি পৃষ্টপোষকতা এবং দাতা সংস্থাসমূহের প্রচেষ্টায় এবং বীজ ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে সবজি বীজ বিপণনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শস্যেবীজের ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এসেছে। হাইব্রিড ধান ও ভূট্টার উৎপাদন এবং বিপণনে বেসরকারি কোম্পানী এবং এনজিও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখছে। বীজ বিপণনের উজ্জল সম্ভাবনার ক্ষেত্র লক্ষ্য করে বর্তমানে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক বীজ উৎপাদন/ বিপণনকারী কোম্পানি এগিয়ে এসেছে এবং স্থাপিত হয়েছে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি।

এনজিওঃ বর্তমানে অনেক এনজিও বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অংশ নিচ্ছে এবং দু'একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে। বেশ কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্র্যাক, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, প্রশিকা, আরডিআরএস এসব বীজ শিল্প উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বীজ ডিলারঃ বীজ আইন ২০০৫ এ দেয়া বীজ ডিলারের সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা বীজের কাজের সাথে জড়িত তারা ৪ প্রকার। যথা- ১. বীজ বিক্রেতা (ডিলার) ২. বীজ উৎপাদক ৩. বীজ ব্যবসায়ী ৪. বীজ শিল্প উদ্যোক্তা। এসব অংশীদারদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষক ফসল উৎপাদনের জন্য ভালবীজ পেয়ে থাকেন। বীজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বীজশিল্প উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী বীজ বিক্রয় করতে হলে বীজ ডিলারদেরকে জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে। বাংলাদেশে বীজ ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১৮০০০ বীজ বিক্রেতা (ডিলার) জড়িত।

একজন ভাল বীজ ডিলার যা করবেন না তা হলঃ * খারাপ মানের বীজ বিক্রি করবেন না বীজ প্যাকেট বীজ সম্পর্কিত পূর্ণতথ্য না থাকলে সে বীজ বিক্রি না করা * ক্রেতার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা * দাম্ভিকতা বা হামবড়া মনোভাব পরিহার করা * মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ বিক্রয় না করা * জ্ঞাতসারে নকল বীজ বিক্রয় না করা।

পদোন্নতি

* প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্বাঞ্চল) চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব উত্তম কুমার রায়কে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, বরিশালে কর্মরত জনাব হরপ্রসাদ সুতারকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব পরিতোষ কুমার কুন্ডুকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব স্বপন কুমার হালদারকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* প্রধান (মিশু), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব সুলতান আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাককে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, মিশু বিভাগের বিপরীতে নির্মাণ বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ এম কামাল উদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, মিশু বিভাগের বিপরীতে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প, সেচভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাহফুজা আক্তারকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, সওকা জোন, বিএডিসি, ময়মনসিংহে কর্মরত জনাব খাদিজা আফরোজাকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ জোন, বিএডিসি, কালীগঞ্জ গাজীপুরে কর্মরত জনাব সৈয়দ ওয়াহিদ মুরাদকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব হাসান মমতাজকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, মিশু বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব চিত্তরঞ্জন রায়কে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জে কর্মরত জনাব তারেক ইয়াসিনকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ রেজাউল করিমকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* বিএডিসি নির্মাণ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সামসুল হক মজুমদার গত ২৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে গ্রীন রোডস্থ আল আমিন মসজিদে এশার নামাজ পড়া অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* বিএডিসি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্রে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন গত ১১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

* উপপরিচালক (ক:গ্রো), বিএডিসি, যশোর দপ্তরে প্রেষণে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আবুল কাশেম কর্মরত অবস্থায় গত ২১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে........রাজিউন)।

(বাকী অংশ ০৬ এর পাতায়)

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান:

বোরা ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারায় বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে. মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গমঃ

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচ ও আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলুঃ

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়শাচ্ছান্ন আবহাওয়ায় আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সব্জীঃ

শীতকালীন শাকসব্জীর যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপণ এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলক কম জীবন-কাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছান্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে। আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিস্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সব্জীর চাষ শুরু করা যায়।

এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

বিএডিসিতে টমাটিলো নামক নতুন সবজীর ট্রায়াল কার্যক্রম

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত টমাটিলো (Covered Leaf Tomato) নামক নতুন সবজীর ট্রায়াল ও বীজ বর্ধন কার্যক্রমের জন্য বিএডিসি'র বিভিন্ন খামারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র. নং	সবজী বীজের নাম	জাতের নাম	উউকে পটিয়া (বরাদ্দের পরিমাণ)	গোকুল নগর খামার (বরাদ্দের পরিমাণ)	দিনাজপুর এএসসি (বরাদ্দের পরিমাণ)	দশমিনা বীজ বর্ধন খামার (বরাদ্দের পরিমাণ)
	টমাটিলো	Tomatillo-1/2/3	৩ (তিন) প্যাকেট	৩ (তিন) প্যাকেট	৩ (তিন) প্যাকেট	৩ (তিন) প্যাকেট
	টমেটো	Tomato-1/2/3/4/5 6/7/8/9	৯ (নয়) প্যাকেট	৯ (নয়) প্যাকেট	৯ (নয়) প্যাকেট	৯ (নয়) প্যাকেট
সর্বমোট			১২ (বার) প্যাকেট	১২ (বার) প্যাকেট	১২ (বার) প্যাকেট	১২ (বার) প্যাকেট

বরাদ্দকৃত সব্জী বীজ অবিলম্বে সদর দপ্তর হতে বুঝে নিতে হবে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংযুক্ত লে-আউট অনুযায়ী ২৪ ফুট x ৭২ ফুট মাপের জমি ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য যে, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং ডিপার্টমেন্ট এর এক জন ছাত্র উক্ত সব্জী বীজের উৎপাদন কার্যক্রম হতে বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের তদারকি ও বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন।

বিদেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল বীজের এডাপটিবিলিটি ও পারফরমেন্স টেস্ট কার্যক্রম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড ও তাইওয়ান থেকে সংগৃহিত বিভিন্ন ধরণের সবজী ও ফল বীজের এডাপটিবিলিটি ও পারফরমেন্স টেষ্ট কার্যক্রমের জন্য বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং-	সবজী/ফল বীজের নাম ও উৎস	জাতের নাম	উউকে পটিয়া (পরিমান)	উউকে রাজশাহী (পরিমান)	উউকে বগুড়া (পরিমান)	উউকে টাঙ্গাইল (পরিমান)	উউকে কুষ্টিয়া (পরিমান)	সুবর্ণ চর খামার (পরিমান)	দশমিনা খামার (পরিমান)	খামার বিভাগ (পরিমান)
১)	লাউ (Bird House Gourd) (USA Origin)	আমেরিকান লাউ					১ প্যাকেট			
	লাউ (Round Gourd) Thailand Origin	থাই লাউ					১ প্যাকেট			
২)	বেবী কর্ন (Thailand Origin)					১ প্যাকেট				
৩)	চেরী টমেটু (Thailand Origin	থাই চেরী টমেটু				১ প্যাকেট				
৪)	স্কোয়াশ (Australia Origin)	Zucchini				১ প্যাকেট				
৫)	গাজর (Thailand Origin)	থাই গাজর		১ প্যাকেট						
	গাজর বেগুনি রং (Australia Origin)	পারপল হেজ		১ প্যাকেট						
৬)	রেড বীট (USA Origin)	Burpee Beet			১ প্যাকেট					
	সিলভার বীট (Australia Origin)	Chard (Bright Light)			১ প্যাকেট					
৭)	মটরশুটি (Taiwan Origin)	মটরশুটি ভি ২১০					১ প্যাকেট			
৮)	শাক আলু (Taiwan Origin)	Nongda Zhongmiao	১ প্যাকেট							
৯)	লেটুস (USA Origin)	Burpee Lettuce					১ প্যাকেট			
১০)	মূলা (সবুজ ও সাদা কালার) (Taiwan Origin)	Nongda Radish	১ প্যাকেট							
	মূলা (সবুজ ও চকলেট কালার) (Taiwan Origin)	Nongda Radish	১ প্যাকেট							
	মূলা (চকলেট কালার) (Australia Origin)	Radish Noir Gros	১ প্যাকেট							
১১)	পাকচই (Thailand Origin)	থাই পাকচই					১ প্যাকেট			
১২)	চুকুর (Taiwan Origin)	চুকুর বড় জাত	১ প্যাকেট							
১৩)	পেঁপে (Thailand Origin)	থাই পেঁপে	১প্যাকেট							
১৪)	সূর্যমুখী (Thailand Origin)	থাই সূর্যমুখী						১ প্যাকেট		
১৫)	কাল ভুট্টা (USA Origin)	আমেরিকান ভুট্টা								১ প্যাকেট
১৬)	তরমুজ (Watermelon) (USA Origin)	আমেরিকান কমলা তরমুজ						১ প্যাকেট		
	তরমুজ (Watermelon) (USA Origin)	Burpee Water melon Gigantic						১ প্যাকেট		
	তরমুজ (Watermelon) (Thailand Origin)	থাই হলুদ তরমুজ						১ প্যাকেট	১ প্যাকেট	
১৭)	ফুটি (Melon) (Thailand Origin)	থাই মেলন							১ প্যাকেট	
১৮)	কেন্টালোপ (Musk rmelon) (USA Origin)	আমেরিকান কেন্টালোপ						১ প্যাকেট	১ প্যাকেট	
		সর্বমোট	৬টি	২টি	২টি	৩টি	৫টি	৫টি	৩টি	১টি

তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত বীজের মাধ্যমে কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে এক বছর বয়সী গাছে চুকাই ফলের বাম্পার ফলন

দেশি চুকাই ফলের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত এবং আকৃতিতে ২-৩ গুন বড় সাইজের চুকাই ফল

ব্যবহার ঃ টক-মিষ্টি স্বাদের চুকাই ফল সহজেই খাওয়া যায়। তাছাড়া এ ফল থেকে উন্নতমানের জেলী/আচার প্রস্তুত হয়। গাছের পাতা তরকারীতে টক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ভর্তা করেও খাওয়া যায়।

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে বীজ পরীক্ষার কার্যক্রম

বিএডিসি'র গাবতলী বীজ পরীক্ষাগারে বীজ পরীক্ষার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন যুগ্মপরিচালক (বীজ পরীক্ষাগার) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী

খাদ্য মেলা ২০১৫ তে স্থাপিত প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত বিএডিসি'র স্টল

নোয়াখালীর সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামারে ধানবীজ মাড়াই কার্যক্রম

পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তি পত্রিকার ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি এর কাছ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস) ড. মো: শাফায়েত হোসেন

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার পরিদর্শন করছেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর, প্রাক্তন এমপি মিসেস ফরিদুন্নাহার লাইলী এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর এর নিকট স্মারকলিপি পেশ করছেন সংস্থার শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) নের্তৃবৃন্দ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামারে ফেলন চাষ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ **prdbadc@gmail.com,** ওয়েবসাইট ঃ **www.badc. gov.bd,** এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।